তারিখ ... 17 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

আমাদের সময়

ছয় বছরেও শেষ হয়নি ঢাবি ছাত্র আবুবকর হত্যার বিচার

রহমান জাহিদ ●

ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলে নিহত হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্র আবুবকর সিদ্দিক হত্যা মামলার বিচারকাজ শেষ হয়নি ছয় বছরেও। কারণ হিসেবে জানা গেছে, ধার্য তারিখে সাক্ষী আসছেন না। আবার যারা এ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন তারা বলেছেন, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের অস্ত্রের আঘাতে নয়, পুলিশের টিয়ার শেলের আঘাতে নিহত হন আবুবকর। ফলে সব মিলিয়ে ঝুলে আছে মামলাটি। এদিকে এ হত্যা মামলাটির বিচারকাজ চলছে ঢাকার ৪ নম্বর অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে, যদিও চাঞ্চল্যকর মামলা হিসেবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এর বিচার হওয়া উচিত বলে মনে করেন অনেকে। এ অবস্থায় কবে কখন এ মামলা শেষ হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত নন কেউই।

বিচারিক কার্যক্রম দীর্ঘদিনেও নিষ্পত্তি না হওয়া প্রসঙ্গে এ মামলার সরকারি কৌসুলি এবিএম বশির উদ্দিন মিয়া বলেন, এটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল না যে বিচার দ্রুত শেষ হবে। আমাদের পক্ষ থেকে সাক্ষী আনার যথাযথ চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, মামলার তদন্তে এখন কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছে। এ পর্যন্ত যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তারা সবাই বলে গেছেন, পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেলের আঘাতে আবুবকর মারা গেছেন। কোনো সাক্ষী বলেননি যে, আসামিদের অস্ত্রের আঘাতে বা মারামারিতে তিনি মারা গেছেন। ফলে এভাবে সাক্ষ্য শেষে রায় হলে আসামিদের সাজা হওয়া মুশকিল হবে।

তদন্তে ত্রুটি, বেঁচে যেতে পারে আসামিরা

২০১০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র আবুবকর স্যার এএফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় নিহত হন। ওই ঘটনায় আহত একই হলের আবাসিক ছাত্র ওমর ফারুক বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। জানা গেছে, মামলাটির

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

ছয় বছরেও শেষ

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) তদন্ত শেষে এএফ রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি সাইদুজ্জামান ফারুকসহ আটজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে শাহবাগ থানা পুলিশ। কিন্তু চার্জশিটের ওপর বাদীর নারাজি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডি মামলাটির অধিকতর তদন্ত করে। এরপর সিআইডির বিশেষ সুপার আবদুল কাহার আকন্দ ২০১২ সালের ২৬ নভেম্বর পুনরায় চার্জশিট দাখিল করেন। পরের চার্জশিটে আগের আটজনের সঙ্গে আরও দুজনকে অভিযুক্ত করা হয়।

আসামিরা হলেন– সাইদুজ্জামান ফারুক, মফিদুল ইসলাম খান (তপু), রকিব উদ্দিন (রফিক), মনসুর আহমেদ (রনি), আসাদুজ্জামান (জনি), আলম-ই-জুলহাস, তৌহিদুল ইসলাম খান (তুষার), আবু জাফর মো. সালাম, এনামুল হক (এরশাদ) ও মেহেদী হাসান (লিয়ন)। তারা এএফ রহমান হলের আবাসিক ছাত্র এবং ছাত্রলীগ নেতাকর্মী। পরে ঢাকার ৪ নম্বর অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে মামলাটি বিচারের জন্য পাঠানো হয়।

এদিকে চার্জশিটের প্রায় দেড় বছর পর ২০১৪ সালের ৩ এপ্রিল ১০ আসামির বিরুদ্ধে ওই আদালত চার্জগঠন করেন। এ পর্যন্ত মামলাটিতে ২২ জন সাক্ষীর মধ্যে আটজনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। গত ৭ মার্চ সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য থাকলেও সাক্ষী না আসায় আগামী ২১ জুলাই পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের দিন নির্ধারণ করেন বিচারক রুহুল আমিন।

চার্জশিটে বলা হয়, স্যার এএফ রহমান হলের সিট দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়। এতে আবুবকর ছাড়াও ছাত্রলীগের হল শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, ওমর ফারুক, রুহুল আমিন আহত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবুবকর মারা যান। আসামিরা রড, লাঠি, হকিস্টিক নিয়ে মারামারি করেছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কোন-কোন আসামির অস্ত্রের আঘাতে আবুবকর নিহত হন, তা সুনির্দিষ্টভাবে চার্জশিটে বলা হয়নি।